

# কুরআনের

## সাথে পথচলা



নায়লা নুযহাত

# কুরআনের সাথে পথচলা

কুরআন স্টুডেন্টদের ডায়েরী থেকে



নায়লা নুযহাত

## সূচীপত্র

| বিষয়                                    | পৃষ্ঠা নম্বর |
|--|--------------|
| কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন                          | ০৭           |
| একটি বিষয়                               | ০৯           |
| শব্দকোষ                                  | ১০           |
| ভূমিকা                                   | ১১           |
| শুরুর আগে                                | ১৩           |
| কুরআনের মাহাত্ম্য                        | ২৫           |
| কুরআন থেকে পাওয়া                        | ৩৮           |
| বিধি-নিষেধ                               | ৪৯           |
| সন্তানের জন্য কুরআনের আলো                | ৬৭           |
| শত বাধা                                  | ৯৫           |
| সময়ের সদ্ব্যবহার                        | ১৪৯          |
| কুরআন শিক্ষার্থীর রামাদান                | ১৭৮          |
| দোয়া: মুমিনের অস্ত্র                    | ১৮৮          |
| মুখস্থের কৌশল                            | ১৯৭          |
| আল-কুরআনের ভাষা                          | ২১৫          |
| শেষ থেকেই শুরু                           | ২২৭          |
| কুরআনের শিক্ষক                           | ২৩৮          |
| গল্পে গল্পে প্রেরণা                      | ২৪২          |
| “অ্যাপাখ্যান” (of “With the Qur’an” app) | ২৫৯          |
| শেষের কথা                                | ২৬৩          |

إِنهَذَا الْفَرَسُ الَّذِي هَدَىٰ لِي  
أَقَوْمِي



## কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। যাঁর অনুগ্রহে আমি কুরআন শিখেছি। যাঁর দয়াতে আজকে আমি এই লেখা লিখতে বসেছি।

বইয়ের শুরুতে অনেকে লেখেন “অমুকের জন্য এই বই”। কখনো ভালোবাসা প্রকাশ করতে লেখেন, কখনো সম্মান অথবা কৃতজ্ঞতা। আমি কোনো একজনের নাম লিখতে পারছি না। কুরআনের সাথে নিজের যাত্রার আড়ালে যাদের ভূমিকা ছিল, তাদের সকলের কথা আজ বড় বেশি মনে পড়ছে। আর বুঝে উঠতে পারছি না, কাকে ছেড়ে কার কথা লিখবো?

মায়ের শখ ছিল, ছেলে-মেয়েদের কুরআন পড়া সুন্দর হবে। ছোট চাচা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার প্রথম কুরআন শিক্ষকের উচ্চারণ অনেক ভালো ছিল- শিখিয়েছিলেন সুন্দর করে। এরপর ভাইয়ার কাছে নতুন করে তাজউইদ পড়া। বাবা চাইলেন ইসলামিক স্টাডিজ পড়ি। সেখানে আরবী শেখার শুরু- যা ভবিষ্যতে কুরআনের সাথে থাকার পথ সহজ করে দেয় আল্লাহর ইচ্ছায়। আরো কত কী মনে পড়ছে! মনে পড়ছে খালা-ফুপু-চাচা-মামাদের সবার সেই খুশিভরা চেহারা- আমার কুরআন পড়ার অগ্রগতি শুনে। মনে পড়ছে আমার সাহিত্যিক নানাকে, আমার লেখা দেখে বড় খুশি হতেন সেই ছোটবেলায়, না জানি এই বইটা দেখলে কী করতেন! মনে পড়ছে নানী বলতেন “আমরা যদি তোমাদের মত শিখতাম সময় থাকতে!” আর দাদীর স্মৃতিশক্তি ছিল সাংঘাতিক- তিনি অনেক সূরা এমনিই মুখস্থ বলতে পারতেন!

মনে পড়ছে নিজের পরিবার, শ্বশুরবাড়ির সকলে, সৌদি আরবে যেই খালাস্মারা, ভাবীরা শুধু আমি কুরআন ক্লাসে যাই বলে আমার অজস্র “না পারা” কে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁদেরকে।

মনে পড়ছে সারাজীবন যত শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে পড়েছি, তাঁদের কথা!

কোনো একজনের নাম লেখার উপায় আমার নেই। কুরআনের যাত্রা তো কেউ একা একা করতে পারে না- আপনজনদের ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা, ত্যাগ স্বীকার সব নিয়েই এই যাত্রা।

তবে এই যাত্রায় যেই দুইজন মানুষ আমার সফর-সঙ্গী ছিলেন, তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। একজন আমার স্বামী- আমি এই যাত্রা পাড়ি দিতে গিয়ে মনের জোর হারিয়েছি বহুবার, কিন্তু তিনি আমার ওপর সেই বিশ্বাস রেখেছেন। আরেকজন আমার মেয়ে, আমার প্রতিটি সাফল্যে যার হাসিমুখ আমার সাথে ছিল। সেই সাথে, এই যাত্রা চলাকালীন আমার সকল না পারা, সকল অপারগতার ভুক্তভোগী ছিলেন এই দুইজন। আমার পড়া চালিয়ে যেতে পারার আড়ালে এই দুইজনের ত্যাগ স্বীকার কতখানি তা আসলে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মনে পড়ছে এই বইটির সাথে জড়িত সকলকে- যেই বোন সংকলন করেছেন ভালোবেসে তাকে। সেই ভাই যিনি প্রকাশনার সমস্ত ঝামেলা বহন করেছেন তাকে। সেই ভাই-বোনদের যারা শুরু থেকে বলে আসছেন এই লেখাগুলো যেন বই আকারে বের করা হয়। মনে পড়ছে সেই বোনদের কথা যারা বিভিন্ন সময়ে লেখাগুলো সেভ করে রেখেছেন। সেই সমস্ত বোনদের যারা আমার পাশে ছিলেন, আমার এই যাত্রায়।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, শুরুতে এবং শেষে।

## শব্দকোষ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| আল-ইস্তিয়াজা (الاستعانة) | “আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম” বলাকে বুঝানো হয় |
| বাসমালা (بسملة)           | “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” বলা                      |
| মুসহাফ (مصحف)             | কুরআনের লিখিত কপি                                      |
| দার (دار)                 | কুরআন স্কুল  |
| হিফয (حفظ)                | কুরআন মুখস্থ করা                                       |
| রিভিশন (مراجعة)           | না দেখে মুখস্থ অংশগুলো নিয়মিত পড়া                    |
| রিপিট (تكرار)             | মুখস্থ করার পর সে অংশটি না দেখে বারবার পড়া            |



## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

নতুন একেকটা শহরে যখনই থাকার জন্য গিয়েছি, দেখেছি সেই শহরকে বুঝতে অনেকদিন লাগে। সেই শহরের মানুষের ভাষা ভিন্ন হলে তো কথাই নেই। বাসা নেয়া, বাজার করা, হসপিটাল কোথায় জেনে নেয়া- ইত্যাদি কাজগুলো কঠিন লাগে। এরকম পরিস্থিতিতে, অপরিচিত এক শহরে যখন আমরা এমন কাউকে পেতাম, যিনি এই বিষয়গুলো জানেন, মনে হত যে সব কাজ অনেক সহজে হয়ে গেল।

জেনারেল লাইন এর পড়া থেকে হিফযের জগতে পদার্পণের সময়ে আমার অবস্থা ছিল অনেকটা সেই অপরিচিত শহরে থাকতে যাওয়ার মত। উৎসাহ দেয়ার কেউ নেই। সমস্যাগুলো বুঝবে এমন কেউ নেই। হিফযের সহজ এবং প্র্যাকটিক্যাল পন্থা দেখিয়ে দেয়ার কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সমস্যার কাস্টমাইজড সমাধান দেয়ার কেউ নেই। ইন্টারনেট ঘেঁটে হিফয সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করা, নিজেকে নিজেই বয়ে বেড়ানো, কখনো চলতে পারা আর কখনো চলতে চলতেই বসে পড়া- এই সব নিয়েই ছিল আমার হিফযের সফর। একসময় সৌদি আরবের কুরআন স্কুলের সন্ধান পেলাম। সেখানে দেখলাম নতুন আরেক জগৎ! কুরআন মুখস্থ করার উদাহরণ অনেক পেয়েছি। কিন্তু কুরআনের সাথে পথচলা মানে কী, সেটা সেই প্রথম বুঝেছি।

তখন থেকেই টুকটাক লেখার শুরু। কখনো এই আশায় যে, হয়তো কেউ অনুপ্রেরণা পাবে। কখনো এজন্য যে, হয়ত কোনো পদ্ধতি বা সমাধান কারো কাজে লাগবে। কখনো এই ভেবে যে, কুরআনের সাথে জীবন কতটা অপূর্ব তা তুলে ধরতে পারবো।

২০১২ থেকে লিখতে থাকা টুকরো অভিজ্ঞতা- কখনো নিজের আর কখনো





## শুরুর আগে

► কেন মানুষকে কুরআন মুখস্থে উৎসাহিত করাটা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ?

কারণ, আমরা যখন এই যাত্রা শুরু করেছিলাম, আমাদের পথ দেখানোর মানুষ খুব কম ছিল। কখনো বা, ছিলই না!

► কুরআন মুখস্থ শুরু করার আগে আমাদের বোঝা উচিত এখানে কোনো শর্টকাট নেই। মুখস্থকে সহজ করার কিছু কৌশল আছে বৈকি, আছে দিক নির্দেশনা। কিন্তু কুরআনের মতো মহামূল্যবান কিছুকে অন্তরে ধারণের জন্য ধৈর্যের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ পথ অনেক দীর্ঘ, কঠিন, একই সাথে মধুর ও সুন্দরতম পথ এটা...!

► রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি ব্যক্তি তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে কাজ করেছে। তাই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই। আর যদি সে কোনো নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তবে সেই হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হবে।”<sup>১</sup>

► একবার একটি ক্লাসে শুনেছিলাম বিভিন্ন বই নিয়তের হাদীসটি দিয়ে শুরু হয় তার একটা কারণ সম্ভবত লেখকেরা হাদীসটিকে নিজেদের জন্য উপদেশ স্বরূপ বইয়ের শুরুতে রাখেন। একজনকে দেখেছিলাম যে প্রতিটি ক্লাস নোট, প্রতিটি বইয়ের প্রথমে লিখে রাখত “রিয়া” থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াটি। এর কারণ জানতে চাইলে ও বলল যে নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ও এটা করে। কারণ সঠিক নিয়তে, অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত না করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না।

তাই আমরা যারা কুরআন শিখছি, আমাদের বেশি বেশি করে মনে রাখতে

১. বুখারী ও মুসলিম

হবে যে এটা আমাদের আর আমাদের রবের মধ্যকার ব্যাপার। এখানে মানুষকে বলে বেড়ানো, কতটুকু মুখস্থ করলাম সেটা বলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়া অথবা অপ্রয়োজনে নিজের পড়া কেমন হচ্ছে, কত ভালো হয় এসব বলার প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত কোনও মানুষের দেয়া স্বীকৃতি কোনও কাজে আসবে না। অন্তরের মালিক আমাদের রব আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করেন কিনা সেটাই একমাত্র কথা!

তার মানে এই না যে আমরা কাউকে উৎসাহিত করবো না অথবা নির্ভরযোগ্য কেউ যে কিনা আমাকে সাহায্য করতে পারেন এ বিষয়ে, তাঁর সাহায্য নেব না অথবা কাউকে শেখাবো না। ইন শা আল্লাহ সবই করবো, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবো। যতটুকু মানুষ এমনিতেই জেনে যায়, বা তাদের শেখাতে গিয়ে জানাতে হয় অথবা নিজে শিখতে গিয়ে জানাতে হয়, ততটুকু ছাড়া আমরা নিজেদের অবস্থান প্রচার করে বেড়াবো না। মানুষের প্রশংসা আমাদের কোনও কাজে আসবে না। আর তাই আমাদের অন্তর যেন তা খুঁজে না বেড়ায় তার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের নিয়ত শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের অন্তর যেন রিয়া মুক্ত থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।

রিয়া থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়াটি হল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

“হে আল্লাহ আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।”<sup>২</sup>

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের অন্তরকে রিয়া মুক্ত রাখেন। এবং আমাদের যার যতটুকু প্রচেষ্টা তাঁর পথে চলার ব্যাপারে, তা যেন কবুল করে নেন, আমাদের অন্তরের দুর্বলতার কারণে যেন তা নষ্ট হয়ে না যায়। আমীন!

► কুরআন মুখস্থ বা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন মূল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টি। আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টি যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে তা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন বা কুরআন মুখস্থের মাধ্যমে পাওয়ার চেষ্টা

২. আল-আদাব আল-মুফরাদ ৭১৬

করলেই শ্রেয়।

কোনো অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ না হয় তবে তা দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিবে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সেই ভয়ংকর পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

### ► ইখলাস<sup>৩</sup> অর্জন করার কিছু উপায়:

১. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার সম্পর্কে জানা
২. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আখিরাতে পুরস্কার এবং শান্তি হিসেবে কী ব্যবস্থা রেখেছেন তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
৩. রিয়া, এবং তা কত প্রকার, সে সম্পর্কে ধারণা রাখা
৪. রিয়া থেকে সাবধান হওয়া এবং জানা যে, রিয়া আমল ধ্বংস করে দেয়
৫. সাহাবা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম রিয়ার ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন সেই সম্পর্কে জানা
৬. আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা যা পছন্দ করেন না তা থেকে দূরে থাকা
৭. শয়তানকে কিভাবে দূরে রাখা যায় সে সম্পর্কে জানা
৮. গোপনে বেশি করে নেক আমল এবং ইবাদত করা
৯. মানুষ কী বলবে সেটা না ভাবা
১০. মৃত্যু চিন্তা করা
১১. মৃত্যুর সময়ের খারাপ পরিণতির ভয় করা
১২. অনেক অনেক দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

---

৩. অর্থাৎ, একনিষ্ঠতা।

১৩. মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া

১৪. ইসলাস এর ভালো পরিণতি সম্পর্কে ধারণা রাখা

১৫. ইখলাস এবং তাকওয়া সম্পন্ন মানুষের সান্নিধ্য রাখা

যেকোনো ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা, সঠিক নিয়তে- অন্য কারোর জন্য অথবা পার্থিব কোনো লাভের জন্য নয়। অনেক সময়ে কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে পার্থিব লাভ বলা থাকে কুরআনে অথবা হাদিসে। সেসব ইবাদত আমরা আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির জন্য, এবং আল্লাহ ﷻ তার মাঝে যেই পার্থিব লাভের কথা বলেছেন তা পাওয়ার আশা করতে পারি।

► যেকোনো ইবাদতেরই, কবুল হওয়ার দুইটা শর্ত রয়েছে।

এক. সেটা কেবল মাত্র আল্লাহ ﷻ এর জন্য হতে হবে।

দুই. সেটা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর দেখিয়ে যাওয়া পথের অনুসরণে হতে হবে।

নিজেদের কুরআন মুখস্থের বৃত্তান্ত যদি আমরা মানুষকে বলে বেড়াই অপ্রয়োজনে, তাহলে সেটায় প্রথম শর্ত না মানার ঝুঁকি প্রবল। মানুষকে বলে বেড়ানো বা দেখানো, কোনোটাই আমাদের ইবাদতের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই আমাদের এই বিষয়ে অনেক সাবধান হতে হবে।

প্রশ্ন: যদি মানুষকে উৎসাহ দেয়ার জন্য নিজের কথা বলি?

সেক্ষেত্রে নিজেকে উল্লেখ না করে বলা যায়। যেমন, “অনেকে আছেন এভাবে মুখস্থ করছেন।”

কেউ হয়ত প্রশ্ন করলো, ‘আপনি তাহাজ্জুদে কিভাবে সূরা রিভিশন দেন?’

নিজে কী করেন সেটা না বলে বলা যায়, “একেকজন তো একেকভাবে রিভিশন দেন। অনেকে আছেন যারা ‘অমুক ভাবে’ দেন। অনেক ক্বারীর কথা শুনেছি এভাবে দেন। অথবা অনেক সাধারণ মানুষেরা এই এই পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদে রিভিশন দেন।”

অর্থাৎ নিজের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া।

তারমানে এই নয় যে, যেখানে প্রয়োজন রয়েছে বলার সেখানেও বলা যাবে না। যেমন ক্লাসে শিক্ষক যদি জিগ্যেস করেন কতটুকু কুরআন মুখস্থ। অথবা একজন কুরআন শেখাবেন, তাঁকে যদি বলতে হয় তিনি কতটুকু শিখেছেন। পরিবারের মানুষকে অবগত করার জন্য, অথবা কোন নিকট বন্ধুকে এই পথে ডাকার জন্য- আপনি করছেন জানলে সেও করবে- ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বলা যাবে।

জীবনটা ছোট। আমল এমনিই কম।

শুধু শুধু মানুষকে বলে বেড়িয়ে সেই কতটুকুও যেন আমরা নষ্ট করে না ফেলি!

► যাঁদের কুরআনের সাথে সময় কাটানোর অভ্যাস রয়েছে, তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে যে, সেটা যেন সঠিক নিয়তে করা হয়। নিছক অভ্যাসের বশে না। আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির আশায় করা হয়। আল্লাহ ﷻ এর জন্য। সেটাই নিয়ত।

আর নিয়ত অন্তরের আমল, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

► সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থের ইচ্ছা এক দুঃসাহসী স্বপ্ন। আমরা তো নিজের উপর ভরসা করে আগাই না, আমাদের আস্থা কেবল আল্লাহর উপর। তাঁর সাহায্য থাকলে, কোনোকিছুই আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। অবিনশ্বর আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

► কুরআন মুখস্থের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কেউ কিছু আমাদের মুখে তুলে দিবে না। তথ্য, কৌশল, প্রক্রিয়া সব ব্যাপারেই আমাদের কষ্ট করতে হবে। কষ্ট ছাড়া খুব সহজে কিছু মিলবে না। যদি একদিন সময়-সুযোগ সব হওয়ার পর হিফয শুরু করবো ভাবি তাহলে একদিন হয়তো সবই হবে কিন্তু শেখা আর হবে না। সত্যিই চাইলে খাটতে হবে। বাইরের প্রভাবকগুলো তখনই কাজ করবে যখন আমাদের ভেতরটা শেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

► কুরআন যারা মুখস্থ করতে চাই তাদের সচেতন থাকতে হবে যেন সেটা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের দায়িত্বগুলো অবহেলা না করি! যেমন কেউ যদি অফিসের কাজের সময় কাজ বাদ দিয়ে কুরআন পড়েন! অথবা স্কুল শিক্ষিকা ক্লাসে না পড়িয়ে কুরআন পড়ছেন... ইত্যাদি! দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে যেই বাড়তি সময় পাওয়া যায় সেটাকে যেন আমরা কুরআন পড়ার কাজে ব্যবহার করি। দায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে বের করা সময়কে না!

► প্রায়ই মনে হতো, এমন দিন যদি আসে যখন আমার হাতের কাছে মুসহাফ নেই? আল্লাহ যেন তেমন দুঃসময় থেকে আমাদের নিরাপদে রাখেন। আমীন। কিন্তু, যদি আসে এমন দিন? সিরিয়াতে যেমন এসেছে দুঃসহ দিন? হয়ত মুসহাফ নেই হাতের কাছে। হয়ত বা বন্দীদের মত? আবার বলছি, এমনটা যেন না হয়। কিন্তু যদি আসে এমন দিন?

তখনই মনে হয়েছিলো, অন্তরে যার কুরআন থাকবে, তাকে কে কুরআন থেকে আলাদা করতে পারবে? কে ঠেকাবে তাকে, তার রবের কথা উপলব্ধি করার থেকে?

আর তখন থেকেই মনে হয়েছে, কুরআনও শিখতে হবে ইন শা আল্লাহ, আর, আরবীও জানতে হবে! আমার রবের কথা থেকে আলাদা থাকতে হতে পারে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সুযোগই যেন কেউ কোনদিন না পায়!

আল্লাহ যেন আমাদেরকে যাবতীয় বিপদ থেকে নিরাপদ রাখেন। আর, কেউ যেন কোনদিন আমাদেরকে তাঁর কিতাব থেকে, তাঁর কথা থেকে দূরে নিয়ে যেতে না পারে! যেখানে থাকি, যেভাবে থাকি, আমাদের হৃদয়ে যেন আমরা এই পৃথিবীর জান্নাত বয়ে বেড়াতে পারি-- আর রাহমানের কুরআন! আমীন!

► যখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তখন আমরা ছোট বড় যেমন পদক্ষেপই নেই না কেন, আমাদের কোনো প্রচেষ্টাই হারিয়ে যাবে না।

► বর্তমানে আমরা অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সচেতন, কুরআন